সারা বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট সুরু

দলমত-নির্বিশেষে জনসাধারণের সহযোগিতায় আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার

১০ই ফেব্রুয়ারী ঃ সারা পশ্চিম বাংলা মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের ধর্মঘট সুরু হইতেছে, নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য তাঁহারা সংগ্রামের পথে পা বাড়াইয়াছেন। তাঁহাদের দাবী গুরুতর কিছু নহে, ইহা সর্বজনবিদিত। জীবন ধারণের জন্য যে হারে বেতন বা ভাতা একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাঁহারা মনে করেন তাহাও তাঁহারা চাহেন নাই। যে মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড প্রধানতঃ সরকারের পেটোয়া ব্যক্তিদিগের গরিষ্ঠতায় গঠিত (যাহার ফলে ইহা কার্যতঃ সরকারের তল্পীবাহক সংগঠনেই পরিণত হইয়াছে) তাহারই সুপারিশ অনুযায়ী বেতনের হার ও মাগ্গী ভাতা চালু করিতে ইহারা দাবী করিতেছেন। তাঁহাদের এই দাবীর যৌক্তিকতা ও ন্যায্যতা কোন অর্বাচীনেও অস্বীকার করিতে পারিবেনা। অথচ ইহাকেই কার্য্যকরী করিবার জন্য সকল চেষ্টা নিঃশেষ করিয়া আজ লড়াইয়ের প্রয়োজন হইতেছে।

শিক্ষক-সম্প্রদায়কে যে বেতন ও মহার্ঘ ভাতা দিতে কংগ্রেসী সরকারের বুক ফাটিয়া যাইতেছে তাহা এই রূপ—

সর্বনিম্ন বেতন সম্পর্কে বোর্ডের সুপারিশ

এম-এ ও এম-এস্‌সি বি-টি, বি-এ (অনার্স) বি-টি	১২৫৲
এম-এ বা এম-এস্‌সি (১ম ও ২য় শ্রেণী)	১২৫৲
বি-এ বি-টি, এম-এ (৩য় শ্রেণী) বি-এ (অনার্স)	১০০৲
বি-এ	৮০৲
আই-এ (ট্রেণিং প্রাপ্ত)	৮০৲
আই-এ (ট্রেণিং বিহীন)	৭০৲
অন্যান্য শিক্ষক (ম্যাটিক, ভি, এম্, ইত্যাদি)	৭০৲

মহার্ঘ ভাতা বেতনের ১৭½% এবং সকল শ্রেণীর শিক্ষকের পক্ষেই **অন্যূন ৩৫৲ টাকা।**

শিক্ষক-সম্প্রদায়ই নহে, গোটা শিক্ষাবিভাগই শাসক সম্প্রদায় তথা সরকারের নিকট নির্বিকার ঔদাসীন্য লাভ করিয়াছে। তাহা করিবেও। কারণ বর্তমান শোষক শ্রেণীর নিকট ব্যাপক শিক্ষা-প্রসারের কোন স্বার্থকতা ত' নাই ই বরং তাহা ভীতিপ্রদই। প্রতি বৎসর দলে দলে শিক্ষাক্ষেত্র হইতে যাহারা শিক্ষান্তে বাহির হইয়া আসিতেছে জীবিকার আশায়, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়া, এই সরকারের নিকট তাহারা একেকটি মূর্ত্তিমান সমস্যা ছাড়া আর কি? ইহাদের অপেক্ষা 'অশিক্ষিত বেকার' অনেক শ্রেয়ঃ,উন্নাসিক অবহেলা দেখাইয়া তাহাদের প্রতি দায়িত্ব এড়ান অনেক সহজসাধ্য। তাই শিক্ষা খাতের ব্যয় সংকোচন করিয়া সেই অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে মুনাফা লুটিতে, আমলাতন্ত্র পুষিতে। তাই জাতির নির্মাতাগণের জীবিকা-সংস্থান হইয়াছে সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য এবং শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছে সর্বাধিক অবজ্ঞার পাত্র। ইহাই হইল আমাদের রামরাজত্বের স্বরূপ—সাধুভাষায় যাহার নামকরণ হইয়াছে 'কল্যাণ রাষ্ট্র'! আর, এই দিক দিয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য এই পশ্চিম বাংলা। এখানে শিক্ষকগণের বেতনের হারও যেমন নিম্নতম,শিক্ষাখাতে বরাদ্দের হারও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। তাই প্রাণ ধারণের তাগিদে নিতান্ত বাধ্য হইয়াই নিজেদের অতি মৌলিক দাবী

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কর্মসূচী

১০ই ফেব্রুয়ারী ঃ—শিক্ষকদিগের ধর্মঘট সুরু। 'শিক্ষা-সংকট প্রতিরোধ কমিটির' আহ্বানে স্কুল কলেজে ছাত্রদিগের ধর্ম্মঘট।

১১ই ফেব্রুয়ারী :—ময়দানে ২টায় সমাবেশ এবং তথা হইতে শান্ত শোভাযাত্রা করিয়া রাইটার্স বিল্ডিংস ঘেরাও।

১২ই ফেব্রুয়ারী দোকান-বাজার-হাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন।

এতকাল ধরিয়া এই শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ যে উপার্জনে গ্রাসাচ্ছাদন করিয়া আসিতেছিলেন তাহা এই স্বল্প বেতন-মানের তুলনায় আরো অকিঞ্চিৎকর, ইহা বলাই বাহুল্য।

অথচ, শিক্ষকেরা 'জাতির নির্মাতা' তাঁহদের দায়িত্ব সমাজের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও গৌরবময়, সেবাই তাহাদের ধর্ম—এই জাতীয় সম্মান ও সান্ত্বনাকে সম্বল করিয়া সমাজের এই সর্বাপেক্ষা অবহেলিত ও নিরীহ অংশ নীরবে তাঁহাদের কর্তব্য করিয়া আসিয়াছেন; প্রতিবাদ বা প্রতিকারের মনোভাব পরিহার করিয়া চলিয়াছিলেন। শুধু

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা] বুধবার ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৪ [চার পয়সা

করপোরেশন-কর্মচারী আন্দোলন ঃ

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে কর্তৃপক্ষের বিভেদ নীতির জবাব দিন

আন্দোলনকে সফল করার জন্য কর্পোরেশনের শ্রমিক-কর্ম্মচারীদের বিশেষ ভাবে সচেতন ও সতর্ক হওয়ার সময় উপস্থিত। কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে নিজেদের দাবী আদায়ের জন্য বিপুল ও দৃঢ় মনোভাব—অধুনা গৃহীত ষ্ট্রাইক ব্যালট যাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিল—দেখিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, তাই নূতন চালের দ্বারা শ্রমিক-কর্ম্মচারীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ফাটল ধরাইবার এবং মূল দাবীর আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করিয়া বিপথে চালনা করার চক্রান্ত আঁটিতে সুরু করিয়াছে। খবরে প্রকাশ, সমগ্র দাবী সম্পর্কে বিচার বিবেচনার পর শুধুমাত্র ইহার একটি অংশ—বাটী ভাতা-স্বীকার করিয়া, কর্তৃপক্ষ উহার দ্বারা শ্রমিক কর্ম্মচারীকে বিভ্রান্ত করিয়া আন্দোলনকে ব্যর্থ করিতে চায়।

বর্তমানে যে আন্দোলন চলিতেছে, যুক্ত কমিটির বিবৃতি, ইস্তাহার প্রভৃতির মধ্য দিয়া যতটুকু খবর পাওয়া যায় তাহাতে ইহাই বোঝা যায় যে সমগ্র দাবীগুলি দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১। আশু ন্যূনতম মূল দাবী ২। অন্যান্য সমগ্র দাবী। যুক্ত কমিটি যে দাবীগুলি সাধারণে প্রকাশ ও প্রচার করিয়াছেন তাহা প্রথমোক্ত শ্রেণীভুক্ত এবং কর্তৃপক্ষের দ্বারা দাবীগুলি স্বীকৃত হইলে পর যুক্ত কমিটির সিদ্ধান্তানুসারে অন্যান্য দাবীগুলি পরবর্ত্তী সময়ে কর্তৃপক্ষের সহিত বিশদ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করার প্রচেষ্টা করা যাইতে পারে।

বাটী ভাতার দাবী শ্রমিক কর্ম্মচারীর এক অতি পুরাতন দাবী। ১৯৪৮এর ট্রাইবুন্যালের পূর্ব্ব হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে এবং আশা করা যায় বর্ত্তমান আন্দোলনের দ্বিতীয় শ্রেণীর দাবীগুলির মধ্যে ইহা অন্তর্ভুক্ত (যুক্ত কমিটি যদগ্র দাবী সাধারণে প্রকাশ ও প্রচার না করায় এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আমরা উহা জানিতে অক্ষম হওয়ায় নিশ্চিতভাবে বলা গেল না)। এরূপ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উহা মানিয়া লইলে ২য় শ্রেণীর দাবীগুলির মধ্যে একটি মাত্র পূরণ হয়। উহার অন্যান্যগুলি এবং বর্ত্তমানের মূল ন্যূনতম দাবীগুলি বাকীই থাকে। ইহার দ্বারা, ২য় শ্রেণীর দাবীগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ভবিষ্যতের আলাপ আলোচনার কিছু সময় সংক্ষেপ হওয়া ছাড়া বর্ত্তমান সমস্যার কোনই সমাধান হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্ম্মচারীর কোন ষ্ট্রাইক ব্যালটের ফলে যে সিদ্ধান্ত উহাকে স্থগিত করা বা ঐ সম্পর্কে নূতন করিয়া বিচার বিবেচনা করার কোন প্রশ্নই থাকে না। প্রশ্ন থাকে ঐ সিদ্ধান্তকে কার্য্যকরী করার। প্রশ্ন থাকে, আশু ন্যূনতম মূল দাবীগুলি যথা—(১) কংগ্রেসী নেতার তদানীন্তন প্রতিশ্রুত পূর্ব্ববর্তী ধর্ম্মঘটের ৯ দিনের বেতন (২) ১০৲ টাকা হারে সর্ব্বস্তরের

(৪র্থ পাতায় দেখুন)

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায়

নেহরু সরকারের বৈদেশিক নীতি ও ভূমিকা

[গত সংখ্যার পর]

এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান পৃথিবীর ঔপনিবেশিক দেশগুলির কথা আলোচনা করলে আমরা মোটামুটি ভাবে তাদের দুই অংশে ভাগ করতে পারি। প্রথম অংশের মধ্যে যে সমস্ত দেশ পড়ে (যেমন গায়না, কেনিয়া, মালয়, মরক্কো, ইন্দোচীন দেশ) দেশগুলি আজও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত দিক দিয়েই ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দখলে এবং আজ তারা জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত দেশের জনসাধারণের বিরুদ্ধে ঐ দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকরাই অত্যাচার করছে তা নয় তাদের সাথে সাথে সাহায্যের নামে এসে জুড়ে বসেছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাও। গায়না কেনিয়া ও মালয়ের সংগ্রামী জনতার উপর নির্য্যাতন চালাচ্ছে চার্চিলের সৈন্যবাহিনী, মরক্কো ও ভিয়েৎনামকে শায়েস্তা করছে 'গণতন্ত্রের দেশ' ফ্রান্সের ফৌজ অথচ প্রত্যেকটী দেশের গৃহযুদ্ধের সুযোগ গ্রহন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা।

মালয় মালয়ে যখন ব্রিটিশ ফৌজ 'কমিউনিষ্ট নিধন যজ্ঞে' মেতে উঠেছে তখন মার্কিন পুঁজিপতিরা সে দেশের রবার ও টিনের ব্যবসায়ে বিধি নিষেধ চাপিয়ে সোভিয়েট ও অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশে পন্য রপ্তানী বন্ধ ক'রে মালয়ের গোটা জাতীয় অর্থনীতির উপর একচেটিয়া পুঁজির কর্ত্তৃত্ব কায়েম করতে সুরু করেছে। তারফলে মালয়ে গত '৫১-'৫২ সালে ৩৫টী এবং '৫৩ সালের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮৭টী টিনের খনির কাজ বন্ধ হ'য়ে গেছে এবং গত '৫২-'৫৩ সালের মধ্যে ১৪৪৬টী দেশী ও ব্রিটিশ কোম্পানী দেউলিয়া হয়েছে।

গায়না গায়নায় ব্রিটিশ কলোনীর পাশেই গ'ড়ে উঠেছে বিরাট বিরাট মার্কিন সামরিক ঘাঁটি। ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির সংগে পাল্লা দিয়ে American Reynolds Metal Co এবং Aluminium Company of America সে দেশের বক্সাইট খনিজের ব্যবসা সুরু করেছে।

গত ৪০ বছর ধ'রে ফরাসী শাসকবর্গ নিজেরাই কেবল মরক্কোকে লুণ্ঠন করেনি, সাথে সাথে সাম্রাজ্যরক্ষার গ্যারাটি হিসাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকেও আমন্ত্রন জানিয়েছে। তাই মরক্কোর সুলতানের অগোচরে এবং সে দেশের জনগনের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ফরাসীরা মরক্কোকে 'উত্তর আটলান্টিক চুক্তি'র নাগপাশে বেঁধে দিয়েছে; ১৭০০০ হেক্টার জমি দখল ক'রে মার্কিন প্রভুদের বিমান ঘাঁটি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেছে এবং দস্তা, টিন প্রভৃতি দেশের খনিজ সম্পদগুলির উপরে একচ্ছত্র মার্কিন কর্ত্তৃত্ব কায়েম করার সুযোগ দিয়েছে।

মরক্কো

ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা এক কাঠের পুতুল (বাওদাই) কে 'স্বাধীনতা' দান ক'রে যখন ডাঃ হো চি মিনের গণতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে বর্ব্বর হত্যালীলার অভিযান চালাচ্ছে তখন তার পিছনেও সমর্থন জোগাচ্ছে মার্কিন ডলার। গত সাত বছরের মধ্যে মার্কিন শাসকবর্গ ইন্দোচীনে ৭৮৫ কোটী ডলার পাঠিয়েছে যুদ্ধরত ফরাসীদের সাহায্য হিসাবে (The people of Vietnam struggle for Peace and Independence—Pravda Dec 19, '53)। খুবই নিঃস্বার্থ দান, সন্দেহ নেই!

ইন্দোচীন

অতএব মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে দুনিয়ার প্রত্যেকটী ঔপনিবেশিক, দেশে জনতার বিপ্লবী শক্তির সংগে সে দেশের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের লড়াই যত ব্যাপক ও প্রবল হচ্ছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বনাম উক্ত দেশের ঔপনিবেশিক শাসকবর্গের অন্তর্বিরোধ ততই গভীরতর হয়ে উঠছে। আর প্রায় সমস্ত দেশেই এই অন্তর্বিরোধের পরিণামে একচেটিয়া মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শক্তির কাছে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের হার মানতে হচ্ছে। তার কারণ মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সংগে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা দুনিয়ার অপর কোন পুঁজিবাদী দেশেরই নেই। কিন্তু প্রত্যেকটী উপনিবেশের গণ আন্দোলনকে রুখতে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি পুঁজিবাদী দেশকে আজ একদিকে জনসাধারণের দুর্বার বিপ্লবী শক্তি ও অপরদিকে মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্য লালসার সংগে মোকাবিলা করতে হচ্ছে। একসঙ্গে দুদিক সামলান সহজসাধ্য নয়। কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে হার মানলে কিছুটা অর্থনৈতিক ক্ষতি হ'লেও 'পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা' অটুট থাকবে, কিন্তু বিপ্লবীগণ আন্দোলনকে ধ্বংস করতে না পারলে এতদিনকার গড়া সাম্রাজ্য সৌধ, পুঁজিবাদের সকল ভবিষ্যৎ এবং কায়েমী স্বার্থরক্ষার শেষ আশা চিরতরে ধুলিসাৎ হয়ে যাবে! সে দিনের কল্পনাও তাদের কাছে ভয়ংকর। সেই জন্যই গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক দেশগুলিকে ঠাণ্ডা রাখার উদ্দেশ্যে দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে, এমনকি নিজেদের মুনাফার ভবিষ্যৎকে জলাঞ্জলি দিয়েও মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির সংগে আপোষ রফা করে ফেলেছে। কাজেই ঔপনিবেশিক জনগণের ঘাড়ে মার্কিন পুঁজির নগ্ন শোষণকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দায়ী এইসব পুঁজিবাদী শাসকরাই। তাই বর্ত্তমান পৃথিবীর ঔপনিবেশিক জনগনের মুক্তি সংগ্রাম—দুনিয়ার সমস্ত পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধজোটের বিরুদ্ধেই সংগ্রাম।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশে—যে সব অনগ্রসর পুঁজিবাদী, সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশকে ধরা যায় (যেমন, ইরাক, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্থান, পাকিস্তান, প্রভৃতি) তারা আজ প্রত্যেকেই রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন অর্থাৎ এই সব দেশের শাসকশ্রেণীর নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হলে যে কোন দেশের সংগে চুক্তি, আপোষরফা, বা দরাদরি (Bargaining) করবার স্বাধীনতা আছে। কিন্তু তাদের পরস্পরের শক্তির তারতম্য থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরেই শ্রেণীস্বার্থ কায়েম রয়েছে মার্কিন ডলারের সাথে আপোষ রফার মারফৎ। যারা কমনওয়েলথ গোষ্টিভুক্ত দেশ, তারা ব্রিটিশ ষ্টার্লিং এর স্বার্থ রক্ষণকারী হিসাবে মার্কিন ডলারের সংগে বিরোধিতা করলেও, কার্য্যতঃ তাদের মার্কিন প্রভুত্বকে স্বীকার করেই নিতে হয়—কারণ গ্রেট ব্রিটেন নিজেই আজ এই দাসত্বকে মেনে নিয়েছে। এই আপোস রফার মূলশক্তিগুলিকে না মেনে যে দেশই সোভিয়েট বা অন্যান্য দেশগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতে যাবে তাকেই বিশ্বপুঁজিবাদের স্বার্থের সংগে শত্রুতা করতে হবে। তখনই আসে এই সমস্ত দুর্বিনীত, উদ্ধত ক্ষুদে পুঁজিপতিদের দমন করার প্রশ্ন—যার অতি সাধারণ এবং সহজ উপায় হল 'ক্যুপত্তেত'। ইরান ইরাক প্রভৃতি দেশে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এই ঐতিহাসিক চরম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে।

ইরানের রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রধান মন্ত্রী মোসাদেকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে দেশের প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবী শক্তিজোটের নেতা সুলতান শাহের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইরান ব্রিটিশের সংগে শুধু তেলের ব্যাপার নিয়ে মোসাদেকের যতদিন গোলমাল চলছিল ততদিন ইরানে মার্কিন স্বার্থ একটুও ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ১৯৫৩ সালের মে মাসে 'ট্রুম্যান পয়েন্ট ফোর' প্রোগ্রামের জনৈক নেতা উইলিয়াম ওয়ার্নি সাহেব ইরানে এক প্রেস কনফারেন্সে ঘোষণা করেন যে টেকনিকাল কো অপারেশন বাবদ মোসাদেকের ইরানে ১৯৫২ সালে আমেরিকা ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ডলার খরচ করেছে এবং নানা জায়গায় ৩৪ টী তৈলকূপ খুঁড়েছে। সুতরাং মোসাদেকের ইরান প্রথম দিকে মার্কিন শাসন গোষ্ঠির সুনজরেই ছিল বলতে হবে। কিন্তু যখনই মোসাদেক সাহেব স্বদেশের রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বদেশী পুঁজির স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগেও বন্ধুত্ব চুক্তির হাত বাড়ালেন তখনই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে সত্যিকার ঘা পড়ল। মোসাদেকের উচ্ছেদের পর জাহেদী সরকারের ইরান মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের অভিলাষ সব রকমেই পূর্ণ করেছে। সংবাদে প্রকাশ গত '৫৪ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে মার্কিন শাসক গোষ্ঠীর কাছ থেকে ইরান ২ কোটী ৩৫ লক্ষ ডলার টেকনিকাল ও ইকনমিক এইড্ বাবদ এবং ৪ কোটী ৫০ লক্ষ ডলার পারস্পরিক নিরাপত্তা চুক্তি বাবদ সাহায্য পাবে। তাছাড়া ট্রুম্যানের পয়েন্ট ফোর প্রোগ্রাম অনুসারে প্রায় ১'৫ কোটী ডলার খরচ হবে উত্তর ইরানের বিভিন্ন এলাকায় মার্কিন বিমান ঘাঁটি, পেট্রোল ডিপো ও রাস্তাঘাট নির্মান এবং মার্কিন বিশেষজ্ঞ আমদানী করার কাজে।

সৌভাগ্যের কথা (!) আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলির প্রায় আর কারুরই ইরানের দুর্দশা হয়নি। কারণ

SOCIALIST UNITY CENTRE OF INDIA
(West Bengal State Committee)
48, Dharamtola Street, Calcutta-13.

অপরাপর দেশগুলি সুরু থেকেই অবস্থা বুঝে নিজেদের রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে হুঁসিয়ার থেকেছে অর্থাৎ প্রত্যেকটী মূলপ্রশ্নে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে সন্তুষ্ট করে এসেছে।

তুরস্ক

তুরস্কের বর্ত্তমান ডেমোক্রাটিক পার্টির সরকার তার একটী উজ্জ্বল নমুনা। মার্কিন ডলারের কাছে তুরস্কের দ্বার আজ অবাধ উন্মুক্ত। তাই সারা আনাতোলিয়া প্রদেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে মার্কিন বিমানঘাঁটি। দেশের যাবতীয় কৃষিকার্য্যের কর্তৃত্ব ১৫ জন মার্কিন বিশেষজ্ঞের একটী কমিশনের হাতে, আদানা প্রদেশের জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ শিল্পের সর্বময় কর্ত্তা মার্কিন কোটীপতিদের দ্বারা পরিচালিত International Bank and Development. কিন্তু ফল কি হয়েছে? তুরস্কের মোট ১ কোটী ৭০ লক্ষ চাষীর মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ চাষী আজ ভূমিহীন, গৃহহীন, কর্মহীন, যদিও গত ৩ বছরের মধ্যে জমিদার পুঁজিপতিরা এদের কাছ থেকেই কর আদায় করেছে ১০০ কোটী তুরস্ক মুদ্রা। তার উপরে আবার তুরস্ককে উত্তর আটলান্টিক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টাও রীতিমত চলেছে। কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে দূরপ্রাচ্যের অন্যতম স্বাধীন দেশ ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী সরকারও আজ এই পথে পা বাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক চিনি কনফারেন্সে ইন্দো-

ইন্দোনেশিয়া

নেশিয়ার সাথে মার্কিন কর্ত্তাদের এক চুক্তির ফলে ইন্দোনেশিয়া থেকে বার্ষিক রপ্তানী চিনির সর্বোচ্চ পরিমাণ বেঁধে দেওয়া হয়েছে মোট ২½ লক্ষ টন। যুদ্ধপূর্ব যুগে এখান থেকে বার্ষিক রপ্তানীর পরিমান ছিল ১০ লক্ষ টনেরও বেশী।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার 'রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন, ঔপনিবেশিক ও আধা ঔপনিবেশিক দেশগুলি স্বেচ্ছায় মার্কিন পুঁজির গোলামিকে স্বীকার করে নিয়েছে বা নিতে চলেছে। তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া আফগানিস্থান, ব্রহ্ম, সিংহল, আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আজ এই পথে। এখন প্রশ্ন ওঠে তাহলে জাতিসংঘে অথবা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রশ্নে এরা অনেক সময় মার্কিন বিরোধী পক্ষেও যোগদান করে কেমন করে? তার কারণ হল মার্কিন একচেটিয়া পুঁজির কাছে কার্য্যতঃ আত্মসমর্পন করলেও নিজেদের পুঁজিবাদী শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে 'ঈঙ্গ-মার্কিন', 'ফ্রান্স-মার্কিন' প্রভৃতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে আজও তারা মাথা তুলতে চায়। কিন্তু এই advantage গ্রহণ করার শক্তিও আজ তাদের সীমাবদ্ধ।

ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক ও বৈদেশিক নীতির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য আছে। কিন্তু সবকিছু সত্বেও উভয় দেশেরই সরকার যে বর্ত্তমানে জাতীয় পুঁজিবাদী জমিদার গোষ্ঠীর স্বার্থ-রক্ষার জন্য মার্কিন শাসক গোষ্ঠীর সংগে আপোষরফার পথ গ্রহণ করেছে—একথা খুবই পরিষ্কার। এ দুয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হয়ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার পরে আজও 'কমনওয়েলথভুক্ত' দেশ হিসাবে কখনও কখনও মার্কিন বিরোধী ফাঁকা আওয়াজ তুলছে। কিন্তু তাই ব'লে এইটীকেই ভারতের প্রধানতম বৈদেশিক ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ ক'রে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া, কংগ্রেস সরকারের পুঁজিবাদী শ্রেণী-চরিত্র ও 'দালালি বৃত্তি'কে ভুলে গিয়ে 'প্রগতিশীল' 'শান্তিবাদী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী' আখ্যা দেওয়া, প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী কংগ্রেসী দলের কোন উদার ব্যক্তিকে ভারতের প্রগতিশীল শান্তিকামী জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে 'শান্তিপুরস্কার' লাভের মর্য্যাদা দান করা কোন মার্কসবাদী দলের কল্পনারও বহির্ভূত। 'পাকিস্তানের তুলনায় ভারতবর্ষের নীতি প্রগতিশীল'—একথা একটী মাত্র অর্থে-ই বলা যেতে পারে, তাহল পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত দুর্বল পুঁজিবাদ যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করেছে এবং অর্থ-নৈতিক, টেকনিকাল ও সামরিক সাহায্য বাবদ কোটী কোটী ডলার ঋণ নিয়ে দেশের ক্ষয়িষ্ণু ধ্বংসোন্মুখ অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে

পাকিস্তান

বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সেক্ষেত্রে ভারতের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী একচেটিয়া পুঁজিবাদ মার্কিন পুঁজির সাথে আপোষ রফা করেও ভারত পাকিস্তানের বাজারে ডলার বনাম ষ্টার্লিং দ্বন্দের সুযোগ নিতে চাইছে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশ হিসাবে মার্কিন শাসক বর্গের সংগে আজও দরাদরি করছে। পাকিস্তানও একদিন এই খেলা খেলেছিল। এই সম্পর্কে গত অক্টোবর মাসে 'প্রাভদায়' এক প্রবন্ধে (British American Monopoly Rivalry in Pakistan —by A. Georgiev) বলা হয়েছে "Despite the fact that British monopolies today actually control the economic life of Pakistan, the danger is growing to their one time undivided rule in this Country. United States monopoly comes out as the chief rival to the British firm." তার পরিণামে বিদেশী পুঁজির সংগে যৌথ কারবারের সংখ্যা বেড়ে চলল। "One of the forms of the penetration of foreign capital into Pakistan to day is the so-called mixed companies. In these Pak-British, Pak-American & other Companies the leading role remains with the powerful imperialist monopolies." ভারতের অবস্থাও অনেকটা অনুরূপ। এই অবস্থার চরম নিষ্পত্তি যতদিন না হচ্ছে ভারত সরকারের পরস্পর বিরোধী নীতি ও কার্য্যকলাপ ততদিন চলতে থাকবে এবং 'নিরপেক্ষতা' 'শান্তিবাদ', 'তৃতীয় শিবির' ইত্যাদি মুখোসের আড়ালে আসল চেহারাটী ঢাকা থাকবে। কিন্তু তা সত্বেও সোভিয়েট ও চীন নেহেরু সরকারের সংগে বন্ধুত্ব রাখতে চায়—কারণ খুবই পরিষ্কার। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজ সর্বহারা জনসাধারণের নেহেরুর চেয়ে বড় শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সোভিয়েট ও চীনের জনগণের সংগ্রাম মার্কিন শাসক গোষ্ঠিরই বিরুদ্ধে। তাই পৃথিবীতে যে কোন দেশ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করবে সোভিয়েট ও চীনের সমর্থন তার কার্য্যের পিছনে থাকবেই। আর এই ভাবেই বর্ত্তমান দুনিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী প্রগতিশীল জনগণের শান্তি আন্দোলন ব্যাপক ও বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠবে। কাজেই নীতির দিক থেকে সোভিয়েট ও চীন নির্ভুল। কিন্তু এই দ্বিধা বিভক্ত পৃথিবীতে নিরপেক্ষতার অর্থ কি? উভয় পক্ষই যদি দোষী ও বিবাদকামী হয় তবেই তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্বের সার্থকতা থাকে। কিন্তু যেখানে একপক্ষ যুদ্ধলিপ্সু এবং অপরপক্ষ শান্তিকামী, যেখানে একপক্ষ প্রতিক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক মনোভাব নিয়ে সাধারণ সমস্যাকে জটিল ক'রে তুলতে সচেষ্ট এবং অপর পক্ষ বহু অধ্যবসায় নিয়ে প্রতিটী জটিল সমস্যার সরল সমাধান ক'রে জনসাধারণকে বাঁচার আশা ও প্রেরণা জোগায়, যেখানে এক শিবির সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ধ্বংসের তাণ্ডবে সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে উদ্যত, অপর শিবির সেই হত্যা অভিযানকে রুখে দুনিয়া জুড়ে এক প্রগতিশীল সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা রচনা করতে বদ্ধপরিকর সেক্ষেত্রে এই 'নিরপেক্ষতা' কথাটীর অর্থ কি দাঁড়ায়? এই 'নিরপেক্ষতা' কখনই 'শান্তি নীতি' নয়—এ নিরপেক্ষতা আসলে শান্তির শিবিরকে শক্তিশালী করারই অনিচ্ছা, অর্থাৎ যুদ্ধ শিবিরেরই স্বার্থরক্ষক। নেহেরু সরকারের এই নিরপেক্ষতার মুখোসকে ছিঁড়ে ফেললেই তার ভিতরকার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাবে। অবশ্য তার জন্য সময় লাগবে। কিন্তু ইতিহাসের গতি নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেন তাঁদের পক্ষে সেটা স্পষ্ট ক'রেই বোঝা দরকার এবং বলা দরকার। কোরিয়ার সমস্যা সম্পর্কে নেহরু সরকারের সংগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর খোলাখুলি বিরোধিতা এই সেদিন পর্য্যন্ত চলেছিল। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর পক্ষে হ'য়ে ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থে নেহরু সরকার কোরিয়াতে 'যুদ্ধবিরতি'র আওয়াজ তুলে জগৎজোড়া প্রশংসা ও বাহবা অর্জন করেছে। এতে বিস্মিত বা বিভ্রান্ত হবার কোন কারণ নেই। (এই প্রসংগে লক্ষ্যনীয় যে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভিন্ন সময়ে নেহরু সরকারের এই জাতীয় কার্য্যকলাপ বা চুক্তির মধ্যে 'শান্তিবাদী নীতি' ও 'প্রগতিশীল আচরণে'র সন্ধান পেয়ে থাকেন এবং তাতে বাহবাও দিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য এতে বিস্মিত না হ'য়ে উপায় নেই)। কিন্তু নেহরুর সেই 'শান্তিবাদী ও প্রগতিশীল আচরণে'র শেষ পরিণতি ঘটেছে ২২ হাজার নিরপরাধ উঃ কোরিয় যুদ্ধ বন্দীকে মার্কিন জল্লাদদের হাতে সমর্পণ করার মধ্য নিয়ে। এক চেটিয়া পুঁজির স্বার্থরক্ষাকারী এই জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদী মনোভাবই বর্ত্তমান বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে নেহরু সরকারের স্বাধীন অস্তিত্ব কায়েম রেখেছে।

"ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ" রাষ্ট্রে··· !

মেট্রপলিটান ইন্‌ষ্টিট্যুশনের বহুবাজার শাখায় পঞ্চম শ্রেণীতে মহঃ জাবেদুল হকের পুত্র শহরিয়াল হক গত ১২ই জানুয়ারী ভর্তি হয় এবং যথারীতি পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া সে ক্লাশ করিতে থাকে। কিন্তু আমরা শুনিয়া বিস্মিত হইলাম যে গত ৩০শে জানুয়ারী স্কুল কর্তৃপক্ষ তাহাকে জানায় যে "মুসলমান বলিয়া তাহাকে উক্ত স্কুলে ভর্তি করা হইবে না এবং তাহাকে স্কুল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ছাত্রটির ভর্তির টাকাও ফেরৎ দিয়া দেওয়া হয়।

আমরা এ বিষয়ে প্রতিকারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই।

উড়িষ্যায় এস, ইউ, সি-র উপর কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি ও পি-এস-পি-র মিলিত আক্রমণঃ

কৃষক নেতা কমরেড মাধব সিং গুরুতররূপে আহতঃ অবস্থা উদ্বেগজনক

উড়িষ্যার বিভিন্ন প্রান্তে গরীব কৃষকেরা দীর্ঘদিন যাবৎ ভাগচাষের দাবীতে যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিলেন গত ১৯৫০ সালে তাহা তীব্র আকার ধারণ করে, কিন্তু ১৯৫১ সাল হইতে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি দলীয় নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া জাতীয় ধনিক জমিদারের সাথে আঁতাত গড়ার পথে অগ্রসর হওয়ায় এবং বিশেষতঃ গ্রাম্য ধনী চাষীদের সাথে মিলিত হওয়ায় গরীব চাষীরা কমিউনিষ্ট পার্টির প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন হয় এবং কৃষক নেতা মাধব সিংহের নেতৃত্বাধীনে গরীব চাষীদের আন্দোলন সংঠিত করিতে থাকেন। সম্প্রতি কমরেড মাধব সিং ভারতের সোস্যালিষ্ট ইলনিটি সেণ্টারে যোগ দেওয়ায়, গরীব চাষীদের মনে সংগ্রামের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রামে গ্রামে প্রতিকার কমিটি গড়িয়া উঠিতে থাকে। ইহাতে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি প্রভৃতি নিজ নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া গরীব চাষীদের তথা এস-ইউ-সি কর্মীদের দাবাইবার চেষ্টায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়।

গ্রামের চাষীদের তরফ হইতে স্থানীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের কাছে বহু আবেদন করা সত্ত্বেও কোন প্রতিকারই এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। দীর্ঘদিনের আন্দোলনের ফলে ভাগচাষী আইন বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও গরীব চাষীরা তাহার কোন ফলই পাইতেছে না। এ সম্পর্কে জিলা কর্ত্তৃপক্ষকে বহু আবেদন করার পরে সম্প্রতি অঞ্চলাধিকারীদের উপর তদন্তের নির্দেশ হইয়াছে এবং চাষীদের অভিযোগ বহুল পরিমাণে প্রতিপন্ন হওয়ায় স্থানীয় ধনী জমিদাররা আতঙ্কিত হইয়া পড়ে। এই সুযোগে কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি, প্রজা-সোস্যালিষ্ট দল চাষীদের উপর নিজেদের লুপ্ত প্রভাব বিস্তারের জন্য চাষীদের ভীতি প্রদর্শন ও এস-ইউ-সির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে উদ্যোগী হয়। চাষীদের মধ্যে ইহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া উড়িষ্যার প্রাদেশিক সংগঠক কমরেড মাধব সিংকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলিতে থাকে।

ইহারই ফল স্বরূপ গত ৩রা ফেব্রুয়ারী বড়চনা থানার অন্তর্গত পুরাণো সুন্দারায় এস-ইউ-সির কার্য্যালয়ে আক্রমণ করিয়া অফিস সম্পাদক কমরেড হৃষিকেশ শ্যামলকে মারার চেষ্টা হয় কিন্তু স্থানীয় গরীব কিষানরা চারিদিক হইতে আসিয়া পড়ায় আক্রমণকারীরা পালাইয়া যায়। কিন্তু ৪ঠা ফেব্রুয়ারী অতি প্রত্যুষে কমরেড মাধব সিংকে একাকী পাইয়া কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের নিয়োজিত এবং স্থানীয় জমিদার মহাজনদের প্ররোচনায় প্রায় ৫০ জন গুণ্ডা ও টাউট অতর্কিতে ঘিরিয়া ফেলে এবং লাঠি, সোটা, প্রস্তর ও বল্লম দ্বারা নির্মমভাবে আঘাত করে। প্রহারের সময় তিনবার পর পর সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ায় কমরেড সিংএর মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া আক্রমণকারীরা চলিয়া যায়। বেলা ১২টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কিন্তু আক্রমণকারীদের অনুসন্ধান বা কমরেড মাধব সিং-এর চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করে না। এই সংবাদ পাইয়া চারিদিকের প্রায় দেড়হাজার গ্রামবাসী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং কমরেড সিংকে থানায় লইয়া যায়। থানায় যাওয়ার পথেই কমরেড সিং এর জ্ঞান ফিরিয়া আসে। থানায় আসিয়াও কোন চিকিৎসার বা মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করার ব্যবস্থা না করায় চাষীরা কমরেড সিংকে পরদিন ৫ই ফেব্রুয়ারী কটকে নিয়া মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করে। কমরেড মাধব সিং কটক জেনারেল হাসপাতালে (একট্রা সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে ১২৭ নং বেডে) আছেন। তাঁহার সমস্ত শরীর প্রচণ্ড আঘাতে ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং শরীরের সমস্ত সংযোগস্থল ভীষণ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, দক্ষিণ হস্তে এক মারাত্মক ক্ষত হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

কমরেড মাধব সিং-এর উপর এই ঘৃণ্য আক্রমণে সমগ্র চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রামবাসীরা নিজেদের চেষ্টায় তাঁহার চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রতিকার কমিটির কার্য্যালয়ে জমা করিয়া যাইতেছে।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের ধর্মঘট

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

আদায়ের জন্য সারা প্রদেশ ব্যাপী শিক্ষকদিগের ধর্মঘট আন্দোলনে নামিবার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছে এই পশ্চিম বাংলাই।

চিরাচরিত আন্দোলনবিমুখ নিশ্চেষ্টতা ও ভূয়া সম্মান-বোধ পরিত্যাগ করিয়া শিক্ষক সম্প্রদায় সংগ্রামের পথে নামিয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিধি যেরূপ বিস্তৃত করিয়াছেন সেইরূপ নিজেরাও নূতন সম্মানের অধিকারী হইলেন, তাঁহারা সমগ্র জনসাধারণের অভিনন্দন ও সমর্থন লাভ করিবেন। তাই সমগ্র সংগ্রামী জনতা ও রাজনৈতিক শক্তি সমূহ সক্রিয়ভাবে আগাইয়া আসিয়াছে শিক্ষকদিগের এই সংগ্রামকে শক্তিশালী করিতে এবং তাহাকে বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের অংগ হিসাবে গড়িয়া তুলিতে। বিভিন্ন ছাত্র-সংগঠন ও তাহাদের কেন্দ্রীয় ঐক্য সংস্থা "শিক্ষা-সংকট প্রতিরোধ কমিটি" সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। রাজনৈতিক দল সমূহ মিলিত ভাবে 'সর্বদলীয় শিক্ষক সংগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি' গঠন করিয়া এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে। ইহাতে সকল বামপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধী অন্যান্য দল সামিল হইয়াছে। কমরেড সুবোধ ব্যানার্জী এম-এল-এ ও কমরেড অমল রায় ইহার যুগ্ম-আহ্বায়ক নির্বাচিত হইয়াছেন। ৭৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীটে (এস-ইউ-সি অফিসে) ইহার অফিস হইয়াছে।

দীর্ঘকাল ধরিয়া আবেদন নিবেদন, আলাপ আলোচনা, সকল চেষ্টা করিয়াও যখন সরকারের ঔদাসীন্য কাটান সম্ভব হইল না তখনই শিক্ষকগণ তাঁহাদের বহু পূর্ব হইতে বিঘোষিত এই ১০ই ফেব্রুয়ারীর ধর্মঘট সুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হ'ন। সারা বাংলাব্যাপী তাঁহাদের আন্দোলনের প্রস্তুতি গড়িয়া উঠে। শেষ পর্য্যায়ে বিধান সরকার তাঁহাদের এই আন্দোলনকে বানচাল করিবার জন্য ও তাঁহাদের ঐক্যে ফাটল ধরাইবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করে; তাহার জন্য সর্বপ্রকার মিথ্যার আশ্রয় লইতেও দ্বিধা করেন নাই। ডাঃ রায় সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে ট্রেইনড্ ও আন-ট্রেইনড্ শিক্ষকের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়া সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলের ট্রেইনড্ শিক্ষকদিগের সামান্য কিছু বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র আশ্বাস দেন। আরো বিভিন্নভাবে ও পরোক্ষভাবে তিনি নানা অবান্তর প্রশ্নের অবতারনা করিয়া বিভ্রান্তি ও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার প্রতিটি যুক্তিই যে অসার তাহা গত কাল (৯ই ফেব্রুয়ারী) প্রেস কন্‌ফারেন্সে কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিবৃতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়াছে। কিন্তু এই সকল বিভেদ চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া শিক্ষকদের সংকল্প অটুট রহিয়াছে। তাঁহারা ১০ তারিখ হইতে ধর্মঘট করিয়া যাইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষক সংগ্রাম কো-অর্ডিনেশন কমিটি গঠন করিয়া আন্দোলনের প্রস্তুতি বৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বাংলার শিক্ষক সমাজ প্রমাণ করিতে চলিয়াছেন তাঁহারা আর সরকারী শোষণ ও নির্মমতার সম্মুখে মূক দর্শক হিসাবে দিন কাটাইতে প্রস্তুত নহেন। সংগ্রাম ব্যতীত এই শাসকসম্প্রদায়ের নিকট হইতে কোন ন্যায্য দাবীই আদায় করা সম্ভব নহে এই শিক্ষা তাঁহাদের আজ গ্রহণ করিতে হইতেছে। ঐক্য, সচেতনতা এবং সংগঠন আজ সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য্য। এই শিক্ষাও দেশের সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁহাদের আজ দিয়াছে। সংগ্রামী চেতনা ও ঐক্য-সংগঠনকে হাতিয়ার করিয়া, বৃহত্তর গণ-আন্দোলনের সংগে তাঁহাদের আন্দোলনকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ও সকল সংগ্রামী জনতার সংগে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া তাঁহাদের অগ্রসর হইতে হইবে, সারা দেশবাসীর সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁহারা পাইবেন, জয় তাঁহাদের আসিবেই।

করপোরেশন-কর্মচারী আন্দোলন

(১ম পৃষ্ঠার শেষাংশ)

শ্রমিক কর্ম্মচারীর মধ্যবর্ত্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি (যতদিন পর্য্যন্ত না দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত সমগ্র দাবীগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ মীমাংসা হয় (৩) ছাঁটাই বন্ধ করা (৪) অস্থায়ীদের স্থায়ী করার দাবীগুলি অর্জ্জন করা।

এক্ষেত্রে বোঝা দরকার কর্ত্তৃপক্ষ বাটী ভাতা দেওয়ার কথা স্বীকার করিয়া তাহাদের বহুদিনের এক অন্যায়ের সংশোধন করিয়াছেন, সমগ্র শ্রমিক কর্ম্মচারীর সমস্যা সমাধানের দিক দিয়া বিশেষ কিছুই দিতে চাহে নাই। কারণ ইহার দ্বারা একদিকে সমগ্র শ্রমিক কর্ম্মচারীরা লাভবান হইবে না ইতিমধ্যেই বহু সংখ্যক শ্রমিক বিনা ভাড়ায় ঘর অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং অন্যেরা ১৷৷০ হারে পাইতেছেন কাজেই ইহার দ্বারা বহু সংখ্যক শ্রমিক কিছুই পাইবে না এবং অন্যেরা ২৲ টাকার প্রাপ্যে পূর্ব্ব হইতে প্রাপ্ত ১৷৷০ বাদ দিয়া ৷৷০ আনা পাইবে। অন্যদিকে কর্ত্তৃপক্ষ ইহার দ্বারা শ্রমিক কর্ম্মচারীর প্রাপ্তির তারতম্য ঘটাইয়া তাহাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে শ্রমিকের উপর স্তরের কর্ম্মচারীদের মধ্যে "কিছু পাওয়া গিয়াছে তো" মনোভাব সৃষ্টি করাইয়া তাহাদের সংগ্রামী মনোভাবকে দুর্ব্বল করাইতে এবং মূল দাবীগুলি ও বেতন গ্রেড প্রভৃতির দাবীগুলি হইতে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করাইয়া উহা ব্যর্থ করাইতে চায়। কর্ত্তৃপক্ষ, ইহার দ্বারা, এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য কি সে সম্পর্কে শ্রমিক কর্মচারীকে বিভ্রান্ত করাইয়া তাহাদের মনোবলকে দুর্ব্বল করাইয়া, শ্রমিক-কর্ম্মচারীর ঐক্যে ফাটল ধরাইয়া তাহাদের বর্ত্তমান আন্দোলনকে ব্যর্থ ও ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে দুরূহ করিতে চায়। কর্ত্তৃপক্ষের প্রতিটি কার্য্যকলাপের অন্তর্নিহিত কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অনুধাবন করিতে ও জ্ঞাত হইতে হইবে তবেই কর্ত্তৃপক্ষের সমস্ত প্রকার চক্রান্তকে ব্যর্থ করিয়া আন্দোলনকে সফল করা সম্ভব হইবে।

সর্ব্বশেষে, আমাদের বক্তব্য, যুক্ত কমিটি ষ্ট্রাইক ফাণ্ড সংগ্রহ, ব্যালট গ্রহণের কার্য্য যেরূপ উৎসাহ ও সাফল্যের সহিত করিয়াছেন ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক ভাবে, ডিপার্ট, কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কমিটিগুলি গঠন করা ও ঐগুলিকে কার্য্যকরী করা, জনসাধারণকে আন্দোলনসম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত করা ও স্বপক্ষে মত সংগ্রহ করার, কার্য্যকে করিতে হইবে। শুধুমাত্র সাধারণ কর্ম্মীদের নির্দ্দেশ দিয়া ছাড়িয়া দিলে সঠিক, উপযুক্ত ভাবে দায়িত্ব পালন করা হইবে না এবং ঐগুলি না হইলে ঐ সমস্ত ডিপার্ট, কেন্দ্র ও অঞ্চল, আন্দোলনকে সেই সেই ক্ষেত্রে চালনা করার হাতিয়ার-হীন হইয়া থাকিবে যাহাতে আন্দোলনকে সেই ক্ষেত্রে সফল করা কঠিন হইয়া উঠিবে। কাজেই যুক্ত কমিটির এবিষয়ে সচেতন, সতর্ক ও সক্রিয় হওয়া আশু প্রয়োজন।

সম্পাদক—প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত